দৈনিক বাংলা

তারিখ 22 JUL 1988
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

051

অনুমোদিত পাঠ্যবই

১৯৮৯ শিক্ষাবছর থেকে সরকারের অনুমোদন ছাড়া কোনো পাঠ্যসূচী ও বই কিন্ডারগার্টেন বা বেসরকারী স্কুলের পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত না করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পাঠ্যবই সম্পর্কিত এই সিদ্ধান্তকে আমরা খুবই যুক্তিযুক্ত মনে করি। আমাদের দেশে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মানে যথেষ্ট অরতম্য রয়েছে। একই শ্রেণীর শিক্ষা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ভিন্ন রকম। এর ফলে শিক্ষার একটা নির্দিষ্ট মান গড়ে তোলা সম্ভব হচ্ছে না। সরকার নিয়োজিত যে বিশেষ কমিটির কাছে বেসরকারী স্কুল ও কিন্ডারগার্টেনের পাঠ্যসূচী ও বই দাখিল করতে বলা হয়েছে সে কমিটি সর্বত্র একটা নির্দিষ্ট মান রক্ষার বিষয়ে গুরুত্ব দেবেন বলে আমরা আশা করি।

অবশ্য টেক্সট বুক বোর্ডের অনুমোদিত যেসব বই স্কুলে পড়ানো হয়, তার সবগুলিই খুব মানসম্মত এমন দাবী করা যাবে না। ইংরাজি বাংলা অংক সব বইয়েই ভুল বানান ও ভুল তথ্য থাকে। এসব নিয়ে বিস্তর লেখালেখির পরও এখন পর্যন্ত মানগতভাবে পাঠ্য বইয়ের উন্নতি হয়নি। তাই অনুমোদিত হলেই যে পাঠক্রম সম্পর্কে খুব আশাবাদী হওয়া যাবে তেমন কারণ নেই। তবে টেক্সট বুক বোর্ড ও বিশেষ কমিটি একটু পরিশ্রম করে যদি পাঠ্যবইয়ের মান উন্নত করতে পারেন তাহলে ভিন্ন কথা। তারা চেষ্টা করবেন এটুকু আমরা আশা করতে পারি।

এছাড়া বাজারে রচনা, ভাব সম্প্রসারন ইত্যাদির উপর এক ধরনের কম্পোজিশন বই পাওয়া যায়, এ সম্পর্কেও বক্তব্য আছে। শিক্ষার্থীরা এসব বই পড়ে। কিন্তু এ ধরনের অধিকাংশ বইয়েরই মান খুব খারাপ। এসব বইয়ের মান ভাল করার প্রয়োজন আছে।

শিক্ষার ভিত গড়ে ওঠে স্কুল পর্যায়েই। এ সময় ভুল শিক্ষার মারাত্মক প্রতিক্রিয়া হতে পারে। তাই স্কুলের পাঠ্যসূচী সম্পর্কে যে ঔদাসীন্য লক্ষ্য করা যায় তা ঝেড়ে ফেলা উচিত। সংশ্লিষ্ট বিভাগকে এ বিষয়ে সতর্ক হতে হবে।